Platforms for Dialogue

বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস ২০২১

সুশাসনের অগ্রপথিক

সুশীল সমাজ সংগঠনের সাফল্যের গল্প

BRITISH COUNCIL

বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস ২০২১ এর সম্মানে আমাদের এই প্রকাশনা। পিফরডি'র অংশীদারি সুশীল সমাজ প্রতিনিধিরা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এবং পরিবর্তনের সূচনা করতে যে সাফল্য দেখিয়েছেন তার কয়েকটি অসাধারণ গল্প নিয়েই সাজানো হয়েছে প্রকাশনাটি। অসাধারণ গল্পগুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো পিফরডি'র সহযোগিতায় কতোখানি চড়াই উৎরাই পার হয়ে সংগঠনগুলো হয়ে উঠেছে সুশাসনের অগ্রপথিক।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর অর্থায়নে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ এর যৌথ উদ্যোগে পাটফর্মস ফর ডায়ালগ (পিফরডি) প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পটি নাগরিকের অধিকার সচেতনতা, নীতিনির্ধারণ ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক স্বত্ব গঠনের পাশাপাশি দায়বদ্ধতা ও সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ১৩ মিলিয়ন ইউরো ব্যয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর মাধ্যমে পরিচালিত এ বহু বছর মেয়াদী প্রকল্পটি ব্যতিক্রমধর্মী একটি পদক্ষেপ। প্রকল্পটি উদ্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহ দুটি ক্ষেত্রেই কাজ করে থাকে।

এ প্রকল্পটি ২১টি জেলায় স্থানীয় নীতিমালা সংক্রান্ত সংলাপে সহায়তা প্রদান করছে। জাতীয় পর্যায়ে পিফোরডি প্রকল্প সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিবৃত লক্ষ্য এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, নাগরিক সনদ ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কেন্দ্রিক ফলপ্রসু আচরণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে প্রকাশনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকাশনার বিষয়বস্তুর দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পিফরডি প্রকল্পের এবং এটি অপরিহার্যভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন নাও হতে পারে।

সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন পারভীন আক্তার। জেন্ডার বৈষম্য দূর করার প্রচারণায় তিনি স্থানীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন

নাটোরে সিএসও 'সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' নারীদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে

২০১৭ সালে ইউনিসেফের দেয়া তথ্যমতে, বাল্য বিয়ের হারের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ। এদেশে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বাল্যবিয়ে রোধে সরকারের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় ২২ শতাংশ মেয়েকে ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে দেয়া হয়।

নাটোরের পারভীন আকতার বাল্যবিয়ের ভুক্তভোগী একজন নারী। তিনি সবসময় তার এলাকার মেয়েদের উৎসাহ দেন এই অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে। পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতেও সহায়তা করেন। তিনি বলেন,

"ষষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমি চাই না আর কোনো মেয়ের পরিণতি এমন হোক।"

নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিয়ে রোধের লক্ষ্যে তিনি ১৯৯৯ সালে গড়ে তোলেন 'স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'। পরবর্তীতে তা সরকারের যুব উন্নয়ন ও সমাজসেবা অধিদফতর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। *"শুরুটা সহজ ছিল না। তবে আমি ভাগ্যবতী যে আমার স্বামীর মত একজন মানুষ সবসময় আমার পাশে ছিল।"*

বর্তমানে তার এই সংগঠন নাটোর ছাড়িয়ে সারাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে প্লাটফর্মস ফর ডায়লগ (পিফরডি) এর কল্যাণে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সহায়তায় পিফরডি বাস্তবায়ন করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। তার সংগঠনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প থেকে পারভীন সব ধরনের সহায়তা পেয়েছেন।

বাঁশ থেকে বিভিন্ন শৌখিন জিনিসপত্র বানানো দিয়ে তার সংগঠনের পথচলা শুরু। পরবর্তীতে তিনি একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী হাতে নেন এবং স্থানীয় তরুনী-যুবতীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করেন। এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে সংস্থাটি। আশাবাদী পারভীন বলেন,

"আমি চাই সকল মানুষ, বিশেষ করে নারীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। শুধু চাকরির আশায় বসে না থেকে তারা যাতে উদ্যোক্তা হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই বিষয়ে সহায়তা করতে চাই।" 'স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' থেকে এখন পর্যন্ত ৭০০০ এর বেশি মানুষ সহায়তা লাভ করেছে।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের পাশাপাশি তিনি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য 'স্বপ্ন শিশু বিকাশ কেন্দ্র' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। *"এখানে কাউকে এক পয়সাও খরচ করতে হয় না। শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই, ব্যাগ, খাতা, কলম দেয়া হয়।"* সরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদান, সদস্য ফি এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিচালিত হয় 'স্বপ্ন'।

পিফরডির অন্যতম কাজ হলো স্থানীয় সংগঠন এবং সমাজকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেন ঐ অঞ্চলের সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টে (এসএপি) কাজে সব মানুষকে নিযুক্ত করা যায়। স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' নাটোরে বাল্যবিয়ে, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও জমি অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করছে।

"ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাদের এই বিষয়ে অনেক সহায়তা করেছে। পিফরডির মাধ্যমে আমাদের এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যা ভবিষ্যতে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে"

এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পারভীন 'স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র আওতায় একটি সেবামূলক সংস্থা গড়ে তুলতে চান যেখানে স্থানীয়রা একই সাথে সব ধরনের সামাজিক সেবা পাবেন।

এসএপি স্বেচ্ছাসেবকেরা তথ্য অধিকার সহ সামাজিক জবাবদিহিতার উপকরণ সম্পর্কে জানতে মেঘবর্ষণ সমাজ কল্যাণ সংস্থায় আলোচনারত

দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে কিশোরগঞ্জের মানুষকে সচেতন করছে একটি সিএসও

মেঘবর্ষণ সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামের সংগঠনটি একদল নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবী যুবকের গল্প বলে। সংস্থার সভাপতি আমিনুল হক মানিক জানান, ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে উপজেলার সমাজকল্যাণমূলক কর্মে যুক্ত তারা।

শুরুর দিকে আমাদের একটি কাজ ছিল শিশুশ্রম বন্ধ করা। আমরা ইউনিয়নের প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ শিশুশ্রমিক পাই। তাদের সবাইকে এলাকার স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিল। সেই সাথে, সেসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে আইনী পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছিল। বলছিলেন মানিক।

সংগঠনের কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে তিনি করিমগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে তারা দারুণ ফল পেয়েছিলেন। "*আপনারা বাজারে গিয়ে দেখেন। সেখানে একটি বাচ্চাকেও কাজ করতে দেখবেন না। শিশুশ্রম বিরোধী কাজের জন্য আমরা এখানে খুবই পরিচিত।*"

তবে, শুধু এ কাজের জন্যই বিখ্যাত নয় সংস্থাটি। বর্তমানে এটি প্লাটফর্মস ফর ডায়লগের (পিফরডি) অন্যতম কৌশলগত সহযোগী। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সহায়তায় পিফরডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ব্রিটিশ কাউন্সিল।

পিফরডির সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) অংশ হিসেবে মেঘবর্ষণ সমাজকল্যাণ সংস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাদক বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। জনগণের প্রাপ্য মৌলিক সেবাগুলোর ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতার আওতায় এনেছে। এছাড়া, কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান উন্নত করতেও কাজ করেছে তারা।

সরকারী সেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক মোঃ আবু বাহার। তিনি বলেন, "*এসএপির অংশ হিসেবে ১৫০টি পরিবার সরকারি সেবার বিষয়ে সরাসরি চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছে।*" তিনি আরো জানান, আগে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতো না। "*চেয়ারম্যানের সাথে তারা এলাকার রাস্তাঘাট এবং পানি সরবরাহের বিষয়ে কথা বলেছে। সব সমস্যার সমাধান হবে বলে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন চেয়ারম্যান।*"

আরেকটি এসএপিতে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী মাজহারুল ইসলাম বলেন, সাধারণ মানুষকে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে জানানোর ক্ষেত্রে তাদের সংগঠনকে সাহায্য করেছে পিফরডি। তার মতে, এই জ্ঞান তাদের অধিকার বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

"*স্কুলে মাদকবিরোধী প্রচারণা চালানোর সময় আমরা শত শত ছাত্রছাত্রীকে তথ্য অধিকার ব্যবস্থায় আবেদন করা শিখিয়েছি। আমি তাদেরকে বলেছি, এই পদ্ধতি এলাকায় দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করবে।*"

তিনি আরো বলেন, মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলাতে চায়, কিন্তু তার নিয়ম জানে না।

সংগঠনের সভাপতি মানিক বলেন, পিফরডি তার সংগঠনকে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। ফলে, মানুষ নীতিনির্ধারণী বিষয়গুলো জেনেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই জ্ঞান তাদের কাজে লাগবে বলে মনে করেন তিনি।

এর আগে কিশোরগঞ্জ থেকে অপুষ্টি দূর করতে সংস্থাটি 'দ্যা হাঙ্গার প্রজেক্ট' নামের একটি প্রকল্পেও কাজ করেছে। তখন তারা সমাজসেবী ও চিকিৎসকদেরকে নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নিয়মিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী আয়োজন করেছে। এছাড়া, প্রতি শীতেই সংগঠনের ত্রাণ তহবিল থেকে দরিদ্রদেরকে কম্বল দেয়া হয়। মানিক বলেন, গঠনমূলক কিছু করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় যুবকেরা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছে।

"আমরা শুধুই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিলাম। কিন্তু এখন পিফরডির কল্যাণে আমাদের কর্মীরাসহ এলাকার সাধারণ মানুষ নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সচেতন। নীতিনির্ধারণী বিষয়ে এই জ্ঞান দীর্ঘমেয়াদে আমাদেরকে উপকৃত করবে।"

পঞ্চগড় সদরের মাগুরা ইউনিয়নে ঝলই বাজার এলাকার সবচেয়ে পুরাতন ব্যবসাকেন্দ্র। বাজারে দুর্নীতি সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় নিউ স্টার ক্লাব একটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রকল্প শুরু করে

বাজার ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতিঃ কিভাবে একটি এসএপি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সমাজের মানুষদের একসাথে করেছিল

"*ঝলই বাজার এই এলাকার সবচেয়ে বড় বাজার। অথচ এখানে কোনো সিটিজেন চার্টার বা মূল্য তালিকা নেই। আর এই কারণে এখানে পণ্য বেচাকেনায় নানারকম দুর্নীতি হয়,*" বলছিলেন পিফর-ডির সাথে কাজ করা পঞ্চগড়ের নাগরিক সংগঠন আইমা ঝুলাই নিউস্টার ক্লাবের মোঃ মোখতার রহমান। তিনি এখানকার সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) পরিচালক।

প্রকল্পের আওতায় কাজ করা ৬৩টি নাগরিক সংগঠনের একটি আইমা ঝুলাই নিউ স্টার ক্লাব। এই সংগঠনের গৃহীত বাজারে দুর্নীতি বিষয়ক এসএপিটি সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্নধর্মী একটি প্রকল্প।

"*মাগুরা ইউনিয়নের সবচেয়ে পুরনো বাজার ঝলই। কিন্তু এখানে কোনো মূল্যতালিকা না থাকায় প্রতিদিনই (দর কষাকষি নিয়ে) ঝগড়াঝাটি হয়,*" বলছিলেন নিউস্টার ক্লাবের সভাপতি মোকলেসুর রহমান। এসএপি পরিচালক মোখতার বলেন, "*ঝলই বাজারের দুর্নীতি ধীরে ধীরে সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছিল দেখে আমরা এই এসএপি বাস্তবায়নে কাজ শুরু করি।*"

পিফরডি প্রকল্পের পঞ্চগড় জেলার পরিচালক মোঃ কামারুজ্জামান বলেন, "*এই প্রকল্প শুরু করে তারা (ক্লাব কর্তৃপক্ষ) হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ তাদের সমর্থনে কেউই এগিয়ে আসছিল না। ব্যবসায়ীদের অনেকেরই মনে হচ্ছিল ঝলই বাজারে স্বচ্ছভাবে ব্যবসা করতে গেলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে। কিন্তু মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনারগণ (এমএপি) হাল ছেড়ে দেননি। তারা বাজারের সবার সাথে ৩-৪টি বৈঠক করলেন। বৈঠকে তারা ক্রেতা-বিক্রেতা এবং ইজারাদারদেরকে বোঝাতে পেরেছেন যে এই দুর্নীতি বন্ধ হলে সবারই উপকার হবে। এভাবেই কাজ এগিয়েছে।*"

ক্লাব সভাপতি মোকলেসুর রহমান বলেন, "*বাজারের মিটিংগুলোর পর আমরা তিনটি এমএপি গ্রুপ মিটিং করেছি। পাশাপাশি আমাদের প্রকল্পের করণীয় ঠিক করতে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে তিনটি বৈঠক করেছি। তিনটি গ্রুপ মিটিং এর পর এমএপিগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) শাহিনা শবনমের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গেছেন। সেখান থেকে তারা একগাদা কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন। পরে সেগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সাজিয়েছেন।*"

এরপর ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইজারাদার, ইউএনও এবং জেলা প্রশাসকের সাথে আরো কয়েকটি বৈঠক হয়। ঝলই বাজারে একটি মূল্য তালিকা স্থাপনের ক্ষেত্রে এই বৈঠকগুলো একেকটা বড় পদক্ষেপ ছিল। এসব কাজের পর এলো নভেম্বরের সেই শুভদিন। সেদিন নিউস্টার ক্লাবের সদস্যরা বাজারে জড়ো হয়ে একটি বিশাল মূল্যতালিকা স্থাপন করেন। এই তালিকায় ঝলই বাজারে বিক্রি হওয়া সব পণ্যের বিবরণ ছিল।

"*সেদিনের সমাবেশে আমরা ছোট ছোট লিফলেটও বিতরণ করেছি। আমাদের কাজে সবাই খুব খুশি হয়েছে,*" বললেন এসএপি পরিচালক মোকতার। এই মূল্যতালিকা স্থাপনের আগে একটি সাইকেল কিংবা ছাগল কেনা-বেচার জন্য দালালেরা ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছ থেকে দেড়-দুইশো টাকা পর্যন্ত খাজনা দাবি করত। এই খাজনার পরিমাণ সরকার নির্ধারিত খাজনার চেয়ে চার-পাঁচগুণ বেশি।

"*এই মূল্যতালিকা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলেন। একটি সাইকেল বিক্রির জন্য তাদেরকে মাত্র ২০ টাকা খাজনা দিতে হবে! অন্যদিকে একটি ছাগলের জন্য খাজনার পরিমাণ মাত্র ৪০ টাকা। এই দেখে সবাই খুশি। এখন বাজারে মূল্যতালিকা স্থাপনের জন্য লোকজন আমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।*"

পিফরডির জেলা পরিচালক কামারুজ্জামান বলেন, "*আমি যতদূর জানি এই প্রথম এই বাজারে এরকম একটি মূল্যতালিকা স্থাপন করা হয়েছে। এটি আইমা ঝুলাই নিউস্টার ক্লাব এবং পিফরডি প্রকল্পের জন্য অনেক বড় একটি অর্জন।*"

এসএপি পরিচালক মোকতার বলেন,

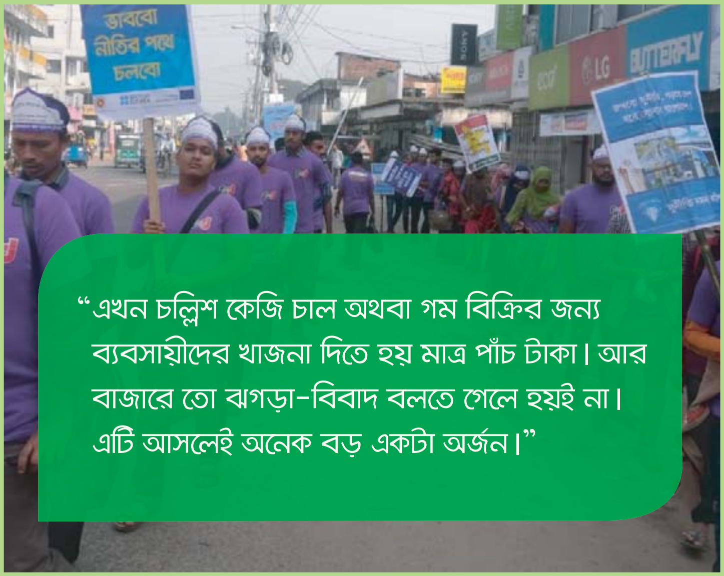

"এখন চল্লিশ কেজি চাল অথবা গম বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীদের খাজনা দিতে হয় মাত্র পাঁচ টাকা। আর বাজারে তো ঝগড়া-বিবাদ বলতে গেলে হয়ই না। এটি আসলেই অনেক বড় একটা অর্জন।"